চুক্তির সান্ত্বনা

আদিপুস্তক ১৭.১-৮ পদ

আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায়ে আমরা অব্রামকে দেখেছি সে ও তার স্ত্রী ঈশ্বরকে সাহায্য করতে (?) চেষ্টা করতে গিয়ে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। আজও ইস্রায়েল জাতি সেই ভুলের খেসারত দিচ্ছে।

এখন, অব্রামের এই ভুলের জন্য ঈশ্বর কি অব্রামকে ভুলে যাবেন? তিনি কি অব্রামের প্রতি তাঁর চুক্তিকে অস্বীকার করবেন? আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর অব্রামের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন;কিন্তু সেই চুক্তিতে অব্রামের কোন দায়িত্ব ছিল না। কেবল ঈশ্বর নিজে দুইখণ্ড করা পশু ও মৃত পাখিদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে এই চুক্তিকে মুদ্রাঙ্কিত *(seal)* করেছিলেন। যার দ্বারা তিনি শপথ করেছিলেন যে, এমনকি মরতে হলেও তিনি নিজে মরে, এই চুক্তির প্রতিজ্ঞা পালন করবেন। অব্রামকে দ্বি-খণ্ডিত পশুদের মধ্য দিয়ে হাঁটতে দেওয়া হয়নি; তাই, অব্রামের অপরাধে এই চুক্তি ভেঙ্গে যাবে না। তাই, অব্রাম যদিও ঈশ্বরের চুক্তির প্রতি বিশ্বাসে অপেক্ষা করার কাজে ব্যর্থ হয়েছিল, তথাপি ঈশ্বর অব্রামের প্রতি তাঁর চুক্তিকে ভুলে যাননি। ১৭ অধ্যায় ১ পদে আমরা পাই, "*অব্রামের ৯৯ বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাকে দর্শণ দিলেন।*" এই দর্শণের মাধ্যমে ঈশ্বর অব্রামের সঙ্গে তাঁর চুক্তিকে (১৫ অধ্যায়) দৃঢ় নিশ্চয়তা দান করলেন এবং এই চুক্তির চিহ্ন *(sign)* হিসাবে তিনি অব্রাম ও সারীর নাম পরিবর্তণ করলেন, ও ত্বকচ্ছেদের নিয়ম স্থাপন করলেন। কেবল তাই নয়, ১৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর অব্রামের সঙ্গে ব্যক্তিগত *(private)* চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু এই অধ্যায়ে ঈশ্বর সেই চুক্তিকে সর্বসমক্ষে *(public)* তুলে ধরলেন। কারণ, এই চুক্তি সম্বন্ধে সামাজের প্রত্যেকের অবগত হওয়া প্রায়োজন। (প্রথমে শমূয়েল শৌলকে গোপনে ও ব্যক্তিগতভাবে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছিল (১ শমূ ১০.১), কিন্তু পরে সমস্ত ইস্রায়েলের সামনে তাঁকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল (১ শমূ ১০.২০-২৪))। এইভাবে, পুনরায় দর্শণ দান এবং অব্রামের প্রতি তাঁর চুক্তিকে সুনিশ্চিত করার দ্বারা ঈশ্বর অব্রামকে কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, আজ আমরা তা শিখব।

১৬ অধ্যায় এমন কথা বলে শেষ হয়েছিল, "*অব্রামের ৮৬ বৎসর বয়সে হাগার অব্রামের জন্য ইশ্মায়েলকে প্রসব করল*" (১৬.১৬) এবং ১৭ অধ্যায় এই কথা বলে শুরু হয়েছে, "*অব্রামের ৯৯ বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাকে দর্শণ দিলেন*" (১৭.১)। এর থেকে পরিষ্কার যে ইশ্মায়েলের জন্মের পর ১৩ বৎসর কেটে গেছে। এই ১৩ বৎসরে অব্রামের জীবনে কী ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে বাইবেল কিছু বলে না, ঈশ্বরও এই ১৩ বৎসর অব্রামকে দেখা দেননি। অবশ্য ১৬ অধ্যায়ের ঘটনাকে চিন্তা করে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই ১৩ বৎসর অব্রামের পরিবারে ইশ্মায়েলকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও বচসা ছিল প্রতিদিনের সঙ্গী। ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, তিক্ততা, ক্ষোভ ও বিদ্রোহ কাকে বলে, অব্রাম তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও অব্রাম কিন্তু জানত না যে, ইশ্মায়েল প্রতিজ্ঞাত সন্তান নয়। কারণ, ঈশ্বর স্পষ্ঠ করে তখনও তাকে তা জানাননি। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি অবশ্যই ইশ্মায়েলকে প্রতিজ্ঞাত সন্তান হিসাবে চিন্তা করতে অব্রামের মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। কিন্তু সেই সন্দেহের অবসান ঘটাতে ঈশ্বর ১৩ বৎসর সময় নিলেন। অব্রাম হয়ত এই ১৩ বৎসরের প্রতিটি দিন ঈশ্বরের কাছে জানত চেয়েছিল। "ইশ্মায়েলই কি প্রতিজ্ঞাত সন্তান?" কিন্তু সেই প্রার্থনার উত্তর দিতে ঈশ্বর ১৩ বৎসর সময় নিলেন। কেন? ইহূদী পরম্পরা অনুসারে কোন বালক যখন ১৩ বৎসর হয়, তখন তাকে পূর্ণবয়স্ক যুবক *(manhood)* বলা হয়। একদিকে, ঈশ্বর ইশ্মায়েলের কথা চিন্তা করে এই ১৩ বৎসর অপেক্ষা করেছিলেন; অন্যদিকে, অব্রামও এই ১৩ বৎসর ধরে উপলব্ধি করেছিল, ঈশ্বরকে সাহায্য করার (?) পরিণাম কী হতে পারে।

কিন্তু এই ১৩ বৎসরের নিরাশা ও উচিৎ-শিক্ষার পর অব্রামের জীবনে সান্ত্বনা ও আশার আলো ফোটাতে ঈশ্বর অব্রামকে দর্শণ দিলেন। হতাশাগ্রস্ত অব্রামকে উপযুক্ত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভ্রা. সুজয় রায়)

সান্ত্বনা দিতে ঈশ্বর তাঁর এই দর্শনের দ্বারা নিজের শক্তির কথা, চুক্তির উদ্দেশ্যের কথা ও চুক্তির চিরস্থায়ীত্বের কথা বললেন।

১। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর- ঈশ্বর অব্রামকে দেখা দিয়ে বললেন, "***আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।***" ১৩ বৎসরের নিরবতার পর ঈশ্বর এইভাবে অব্রামের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। এই পরিস্থিতিতে এই নামে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই ১৩ বৎসরে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। এখন অব্রামের বয়স ৯৯, যে বয়স সম্বন্ধে ইব্রীয় পুস্তকের লেখক অব্রামকে "মৃতকল্প ব্যক্তি" (প্রায় মরে গেছে, এমন মানুষ) বলেছেন। কিন্তু অব্রামের সঙ্গে যিনি চুক্তি করেছেন, তিনি অব্রামের সমস্যা থেকে অনেক মহৎ ব্যক্তি। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই, তিনি কারুর উপর নির্ভর করেন না, তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঈশ্বর। অব্রাম এই সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল; তাই সে সারীর পরামর্শে হাগারকে বিয়ে করে ভুল করেছিল।

হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের এই নামকে *El-Shaddai* বলা হয়েছে। বাইবেলে আমরা আমাদের ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম পাই, তাদের মধ্যে এটি হল একটি। বাইবেলে এখানেই প্রথম এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর পুরাতন নিয়মে কমপক্ষে ৪৮-বার ঈশ্বরের জন্য এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এই নামের অর্থ, "স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঈশ্বর," "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর," "প্রাচুর্যপূর্ণ ঈশ্বর" যার মধ্যে কোন অভাব নেই, যিনি জানেন তিনি কী করছেন ও তা কীভাবে করতে হয়। বিগত ১৩ বৎসর অব্রাম নিজের অক্ষমতা বা অসহয়তা খুব ভালো উপলব্ধি করেছে। তাই, ঈশ্বর অব্রামকে বলতে চেয়েছেন, *"তুমি এই ১৩ বৎসর যাবৎ নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করে চলেছ। এখন, তুমি আমার সম্বন্ধে একটি নতুন বিষয় শেখ। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমাকে ছাড়া তুমি কিছুই করতে পার না (যোহন ১৫.৫) "কিন্তু আমি যা ইচ্ছা করি, তা আমি করতে সক্ষম।"* এই কথা শুনে অব্রাম গভীর সান্ত্বনা পেয়েছিল। সে উপলব্ধি করেছিল, তার সঙ্গে চুক্তি-সাক্ষরকারী ঈশ্বর একাই সেই চুক্তি রক্ষা করতে সক্ষম।

এখন, তিনি যেহেতু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনি চান আমরা যেন তা স্মরণ করে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতায় বিশ্বাস করি, তাঁর সাক্ষাতে সিদ্ধতায় জীবন-যাপন করি। তাই, ঈশ্বর অব্রামকে বললেন, "*তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করে সিদ্ধ হও।*" যদিও তখনও বিধান দত্ত হয়নি, তথাপি ঈশ্বর চান তাঁর সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশকারী প্রত্যেকে এমনভাবে জীবন-যাপন করে, যার দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হন। এর আগে আমরা হনোক (৫.২৪), এবং নোহকে (৬.৯) পেয়েছি, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন। সিদ্ধ তার অর্থ নিঁখুত বা সম্পূর্ণ হওয়া, কোন অভাব না থাকা। ঈশ্বর চান, অব্রাম যেন একনিষ্ঠতার সঙ্গে ঈশ্বর নির্ভরতার নিখুঁত জীবন-যাপন করে। যেহেতুঈশ্বর সর্বশক্তিমান। অব্রামকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ তায় চলার জন্য, যা কিছু প্রয়োজন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তা যোগান দিতে সক্ষম। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর ন্যায় পরিবর্তিত না হয়, কিন্তু সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয়, কোন বিষয়ে অভাব না থাকে (যাকোব ১.৪, ৬)।

২। চুক্তির সুদূর-প্রসারী উদ্দেশ্য) ঈশ্বর যখন এইভাবে নিজেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসাবে প্রকাশ করলেন, তখন অব্রাম "*উবুড় হয়ে পড়লেন*" (১৭.৩)। এর দ্বারা অব্রাম ঈশ্বরের প্রতি তার শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভয় প্রদর্শণ করল। অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে জেনে, তাঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস করে অব্রাম ঈশ্বরের আরাধনা করল। আমরা যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলি, তখন আমরা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতায় বিশ্বাসের কথা বলে থাকি। তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা আমরা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না। তাই, আমরা তাঁর আরাধনা করতে বাধ্য।

এরপর ঈশ্বর অব্রামের কাছে তাঁর চুক্তির খুঁটিনাটি প্রকাশ করলেন। ঈশ্বর অব্রামকে বললেন, "*তুমি বহুজাতির পিতা হবে* (৪ পদ)। *আমি তোমাকে অতিশয় ফলবান করব, এবং তোমার থেকে বহু জাতি জন্মাব;এবং রাজারা তোমার থেকে উৎপন্ন হবে*" (৬ পদ)। এর আগে ১২ অধ্যায়ে ঈশ্বর অব্রাম থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন হবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখানে, কেবল একটি মহাজাতি নয়, অব্রামকে বহুজাতির পিতা হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা কটূরা (২৫.১-৪), ইশ্মায়েল ও এষৌর দৈহিক সন্তানদের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার

পূর্ণতা কেবল দৈহিক সন্তানদের দ্বারা নয়, আত্মিক সন্তানদের দ্বারাও পূর্ণ হয়েছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অব্রাম থেকে কেবল রাজাদের উৎপন্ন হওয়া নয়, অব্রামের বংশধর হিসাবে রাজাদের রাজার আগমণ ঘটবে। তিনিই সেই একমাত্র রাজা, যিনি তাঁর প্রজাদের মুক্তি দিতে নিজে মৃত্যু বরণ করবেন। তাই, মথির সুসমাচারের শুরুতে যীশুকে অব্রাহামের সন্তান (মথি ১.১) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তান, প্রতিজ্ঞাত রাজা, যাঁর দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বংশ, জাতি, ভাষা ও লোকগোষ্ঠির মানুষ আশীর্বাদ পাবে। এর ফলস্বরূপ, অব্রামের বংশধররা কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও বটে।

চুক্তির এই সুদূর-প্রসারী উদ্দেশ্যকে স্মরণীয় করে রাখতে ঈশ্বর অব্রামের নাম পরিবর্তণ করে বললেন, "*তোমার নাম অব্রাম (মহাপিতা) আর থাকবে না, কিন্তু তোমার নাম অব্রাহাম (বহুলোকের পিতা) হবে*" (৫ পদ)। সেই দেশে নামের মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে থাকত। তাই, এইভাবে অব্রামের নাম পরিবর্তণ করে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তণকে নির্দেশ করা হয়েছে। এতকাল অব্রাম মহাপিতা হিসাবে নিজের মহিমা চেষ্টা করেছে; কিন্তু এর পর থেকে অব্রাহাম বহুলোকের পিতা হিসাবে সদাপ্রভুর মহিমা চেষ্টা করবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই পরিবর্তণ আনবেন। যীশুকে বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিটি বিশ্বাসী তাদের জীবনে এই বৈশিষ্ঠগত ও উদ্দেশ্যগত পরিবর্তন লাভ করে। পৌল তাই লিখেছেন, "*যদি কেউ খ্রীস্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্ট হল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হয়েছে; দেখ, সেগুলি নতুন হয়ে উঠেছে*" (২ করি ৫.১৭) । আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের সুদূর-প্রসারী উদ্দেশ্য বর্তমান।

৩। চুক্তির চিরস্থায়িত্ব) ৭ এবং ৮ পদে, এই চুক্তির চিরস্থয়িত্ব প্রকাশ পেয়েছে, "*আমি তোমার সঙ্গে ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে যে নিয়ম স্থাপন করব, তা চিরকালের নিয়ম হবে; আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হব। . . . কনান দেশের সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দেব, আর আমি তাদের ঈশ্বর হব।*" *চিরস্থায়ী নিয়ম* ও *চিরকালের অধিকার*- এই কথার দ্বারা এই চুক্তির চিরস্থায়িত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই কথার দ্বারা ঈশ্বর নিজেকে কেবল অব্রাহাম ও তার বংশধর ঈশ্বর হিসাবে নয়; কিন্তু অনন্তকাল ধরে তার সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক বংশধরদের ঈশ্বর।

যখন বিশ্বাসী আমরা খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে এই চুক্তির সম্পর্কে প্রবেশ করি, তখন তিনি আমাদের ঈশ্বর হন ও আমরা তাঁর প্রজা হই। কিন্তু এই সম্পর্ক কেবল এই পৃথিবীর মাটিতেই সীমাবদ্ধ নয়, এই সম্পর্ক অনন্তকালীন। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের অনন্ত সম্পর্কে আবদ্ধ করেন। এই দৃঢ় নিশ্চয়তায় পৌল এমন কথা বলেছেন, "*কারণ যাঁহাকে বিশ্বাস করেছি, তাঁকে জানি, এবং দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করছি যে, আমি তাঁর কাছে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিনের জন্য তা রক্ষা করতে সমর্থ*" (২ তীম ১.১২)।

চুক্তির এই চিরস্থায়িত্ব প্রভুতে বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেককে সান্ত্বনা দিয়ে থাকে। বিশ্বাসী আমাদের জীবনে পরিত্রাণের এই নিশ্চয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী আমরা যখন পাপের সঙ্গে লড়াই করি, অনেক সময় পতিতও হতে পারি। কিন্তু তার মানে অনন্ত বিনাশ নয়। ঈশ্বর চিরকালের জন্য আমাদের ঈশ্বর এবং আমরা অনন্তকালের জন্য তাঁর প্রজা ও সন্তান।